আমার কবিতার ভুবন

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ

দুঃখের অনুভূতি যার তীক্ষ্ণ, তার নাম কবি। কবি চিরদিন আলোর পাখি, সত্যের ঘোষক। প্রকৃত কবির যদি কোনো ধর্ম থাকে, তা হল মানবধর্ম। আর কবিতা সে হলো ছন্দে সমর্পিত শব্দ। অর্থের অতিরিক্ত যেটুকু থাকে, তাতেই ফুটে ওঠে কবিতার প্রাণ। কবিতার লক্ষ হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা, সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। এভাবেই কবিতাকে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বিদ্বজনেরা।

তা করুন, কিন্তু আমার মতে কবিতার জন্যে মনের মধ্যে চাই এমন একটা ভুবন যে ভুবনে বাস্তবের গাছে ফোটে কল্পনার ফুল। চাই এমন এক শৈশব, যে শৈশবের পড়ন্ত বিকেলে দুঃখের মেঘের গায়ে লাগে রামধনু ছটা।

আর চাই প্রেরণা পাওয়ার এক অফুরন্ত উৎস। সে উৎস ছিল আমার শৈশবের চারপাশে। চোখ বুজলেই আমি দেখতে পাই—একটা ছোট্ট গ্রাম। তার পুবদিকে মাঠ। মাঠের শেষে নীল দিগন্ত। সেই দিগন্তে সূর্য প্রতিদিন রং মাখিয়ে যায়। হেমন্তে সোনালি ধানের মাঠে শালিখ শোনে ধানকুমারীর নুপুর। শীতের সবুজ আলুখেতের মাঝে মাঝে মাথা তুলে দোল খায় হলুদ সর্ষেফুল। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাওয়া বিশীর্ণা সাধুমতী। ছোট্ট নদীটির হাঁটুজলে খালুই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জেলে বউ। আর তারই একধারে এক কবির মাটির বাড়ি। কবির নাম সুনীতি মুখোপাধ্যায়।

কবি পড়ান, আমি পড়ি। কবি লেখেন আমি দেখি। কবি সম্মেলনে যান, আমি সাথী হই। পাই প্রেরণা। ধীরে ধীরে আমার ভিতরে তৈরি হতে থাকে আমার কবিতার ভুবন। আলো বিচ্ছুরণ করে ছন্দ, অন্ত্যমিল, অনুভব অলংকার অনুপ্রাস। আর নিভৃত অন্তরালে বসে স্মৃতি থেকে তুলে নেওয়া সেই আবেগে ভর করে আমি। কখনও তা হয়ে ওঠে কবিতা, আর কখনও বা...